দৈনিক
ইত্তেফাক

47

তারিখ 09 DEC 1996
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

সমস্যা জর্জরিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া ব্যাহত

বিভিন্ন এলাকার বহু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নানা সমস্যা বিরাজ করায় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে। খবর ইত্তেফাক সংবাদদাতাদের।

বাগেরহাট ঃ জেলা সদরসহ ৯টি থানার ১৮২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬২টি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সমস্যা বিরাজ করায় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে। সংস্কারবিহীন জরাজীর্ণ বিদ্যালয় গৃহ, বিজ্ঞান শিক্ষা ও কৃষি শিক্ষার উপকরণের অভাব, লাইব্রেরীর দৈন্যদশা, মিলনায়তন, পাঠাগারের অভাব প্রভৃতি সমস্যার দরুন ছাত্রছাত্রীরা যথাযথ শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হইতেছে। জেলায় ২টি সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাড়া বে-সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও জুনিয়র বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার মান হতাশাব্যাঞ্জক। ইহাছাড়া ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে সুসম্পর্কের অভাবে গ্রামের বিদ্যালয়

(৯ম পৃঃ দ্রঃ)

সমস্যা জর্জরিত

(৩য় পৃঃ পর)

গুলিতে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হইতেছে। অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মিলনায়তন নাই। অনেক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাগারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্লাস নেওয়া হয় না। বহু যন্ত্রপাতি শুধু শোভাবর্ধন করিতেছে। অনেক স্কুলে পাঠাগার আছে, বইও আছে। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ার সুযোগ নাই। কৃষি শিক্ষক ও শিক্ষার পরিবেশ অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই নাই। বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির অবস্থা করুণ। অধিকাংশ বিদ্যালয় গৃহ কাচা টিনের বা গোলপাতার চালা দিয়া নির্মিত। পর্যাপ্ত বেঞ্চ, টেবিলের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদিগকে গাদাগাদি করিয়া বসিতে হয় অথবা দাঁড়াইয়া ক্লাশ করিতে হয়। অনেক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র অপ্রতুল। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, টিউবওয়েল অনেক স্কুলেই নাই। অনেক বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ নাই। কোন কোন বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য চর্চা শিক্ষকের অভাব রহিয়াছে। এক শ্রেণীর শিক্ষক বিশেষ করিয়া ইংরেজী ও গণিত বিষয়ের শিক্ষকগণ টিউশনীর নামে বাড়ীতে অথবা স্কুল বসার পূর্বে ও ছুটির পর শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর ১৫/২০ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়া মিনি স্কুল বসান। গ্রামের স্কুলগুলিতে কৃষি শিক্ষার ব্যবহারিক উপকরণ নাই বলিলেই চলে। যৎ সামান্য থাকিলেও হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার শিক্ষক নাই। ফলে সরকারের বাধ্যতামূলক কৃষি শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়িত হইতেছে না।

জেলার দাখিল মাদ্রাসাগুলিতে লেখাপড়ার মান অত্যন্ত নিম্ন। প্রতিটি মাদ্রাসায় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা নগণ্য। অধিকাংশ মাদ্রাসা গৃহ জরাজীর্ণ। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মাদ্রাসাগুলিতে শিক্ষক ছাত্রছাত্রীর অনুপস্থিতি একটি সাধারণ ব্যাপার।

জেলায় শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য-কর্মসূচীর ব্যাপারে ব্যাপক কারচুপি ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। ফলে অধিকাংশ দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রী সরকারের এই কর্মসূচীতে উপকৃত হইতেছে না। অপরদিকে স্কুল কমিটির কোন সদস্য, শিক্ষক, সরকারী কর্মচারীরা লাভবান হইতেছে বলিয়া অভিযোগ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদানে ঘাপলার অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

রাজবাড়ী ঃ জেলার মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। জেলা সদর ও বিভিন্ন থানা সদরসহ গ্রামাঞ্চলে ৭৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৩২টি নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। শহর ও গ্রামাঞ্চলে প্রয়োজনীয়সংখ্যক বিদ্যালয়ের অভাব, ভর্তি সমস্যা, সংস্কারবিহীন জরাজীর্ণ বিদ্যালয়, খেলার মাঠ, মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষা উপকরণ ও যন্ত্রপাতির অভাব, বিদ্যালয় লাইব্রেরীর দৈন্যদশা, মিলনায়তন পাঠাগারের অভাব, প্রাইভেট টিউশনীর আধিক্য, সর্বোপরি বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার দরুন রাজবাড়ী জেলার ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে দুর্ভোগ নামিয়া আসিয়াছে। জেলায় ৪টি সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাড়া বেসরকারী মাধ্যমিক ও নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার হাল হতাশাব্যাঞ্জক। ইহাছাড়া আছে গ্রাম্য দলাদলি। ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে সুসম্পর্কের অভাবের দরুন গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হইয়া যাইতেছে। অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মিলনায়তন নাই। বেশীর ভাগ গ্রামীণ বিদ্যালয়ে সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন বা রেডিও-টেলিভিশন নাই। কোন কোন বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য চর্চা শিক্ষকের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। অনেক বিদ্যালয়েই বয়েজ স্কাউট, গার্লস গাইড, ব্লু-বার্ড নাই। শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক খুব কম বিদ্যালয়েই আছেন। বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের প্রতি শিক্ষকদের অনীহা বাড়িতেছে। এক-শ্রেণীর শিক্ষক বিশেষ করিয়া ইংরেজী ও অঙ্কের শিক্ষকগণ টিউশনীর নামে বাড়ীতে অথবা বিদ্যালয়ে বসার পূর্বে ও ছুটির পরে শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর ২০/৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়া মিনি বিদ্যালয় বসান। শহর ও থানা সদরের বিদ্যালয় ছাড়া গ্রামাঞ্চলের প্রায় বিদ্যালয়েই বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় না। ফলে গ্রামীণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি প্রাণহীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতেছে।

রাঙ্গুনিয়া ঃ রাজানগর ইউনিয়নের রাজাভুবন উচ্চ বিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন একটি পাকা ভবনের কাজ দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হইতেছে।

চট্টগ্রাম ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের অধীনে প্রদত্ত বরাদ্দ হইতে গৃহীত প্রকল্পের মাধ্যমে এই বিদ্যালয়টিতে তিন কক্ষ বিশিষ্ট পাকা ভবনের নির্মাণ কাজ গত জুন মাসে শুরু হয়। কিন্তু কিছু কাজ করার পর ঠিকাদার অজ্ঞাত কারণে নির্মাণ কাজ বন্ধ করিয়া গা-ঢাকা দেয়। গত ৫/৬ মাস ধরিয়া নির্মাণ কাজ বন্ধ।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সরোয়ার আলম জানান, বর্তমানে শ্রেণী কক্ষের অভাবে বিদ্যালয়ে পাঠদান ব্যাহত হইতেছে। নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের নিকট অনুরোধ করিয়াও কোন ফল হইতেছে না বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন।

লালমনিরহাট ঃ কালীগঞ্জ থানার শাখাতী দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে নানাবিধ সমস্যার দরুন ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে।

১৯৫৯ সালে জুনিয়র হাইস্কুল হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের পর ১৯৭৩ সালে উচ্চ বিদ্যালয়ের মঞ্জুরীপ্রাপ্ত হয়।

স্কুলে প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক, আসবাবপত্র, শ্রেণীকক্ষ, কমনরুম, বিজ্ঞানাগারের যন্ত্রপাতি নাই। বিজ্ঞান ভবন ও যন্ত্রপাতি না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশুনা করিতে পারিতেছে না। প্রয়োজনীয় ল্যাট্রিন নাই। ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ হইতে স্কুলটি উন্নয়নের কোন কার্যক্রম নেওয়া হয় নাই। দরিদ্র এলাকা হেতু ছাত্ররা বেতন দিতে না পারায় শিক্ষকেরা সরকারী অনুদানের উপর নির্ভরশীল। স্কুলটিতে বিজ্ঞান ভবন নির্মাণ ও শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করিবার জন্য ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন বলিয়া এলাকাবাসী মনে করেন।